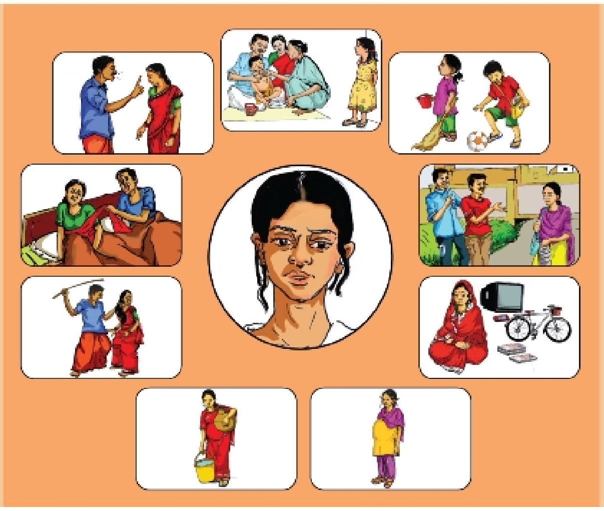

একজন নারী জন্মের পর থেকেই নানা রকম [illegible] শিকার হয়।
শিশু অবস্থা থেকে নারী যখন বড় হতে থাকে তখন
[illegible]
[illegible]
পরিবারের সকলেই কন্যাশিশু জন্ম নিলে অখুশী হয়।
ছেলেশিশুর লেখাপড়া ও খেলাধুলার পরিবর্তে অনেক
ক্ষেত্রে [illegible]
কাজে যুক্ত করা হয়।
কন্যাশিশু স্কুলে বা কর্মস্থলে যাওয়ার পথে
যৌন হয়রানির শিকার হয়।
অল্পবয়সী নারীকে যৌতুকের বিনিময়ে
বাল্যবিয়ে দেয়া হয়।
অল্প বয়সে বিয়ে হয়ে অপরিণত শরীর নিয়ে
গর্ভধারণ করতে হয়।
গর্ভবতী অল্পবয়সী নারী অধিক পরিশ্রমের ঝুঁকিপূর্ণ কাজ
করতে বাধ্য হয়, তাই একটু বড় হলেই শারীরিকভাবে সে দুর্বল হয়ে পড়ে।
বিয়ের পর স্বামীর সংসারে বা শ্বশুরবাড়িতে নারীকে শারীরিক, মানসিক,
অর্থনৈতিক ও যৌন নির্যাতনের শিকার হতে হয়
উপরের ঘটনার অনেকগুলোই নারীর জীবনে ঘটতে পারে অথবা যে কোন একটি ঘটনার শিকার সে হতে পারে।
যে কোন একটি ঘটনার কারণেই নারী পূর্ণভাবে বিকশিত হতে পারে না।
দিনে দিনে নারী সমাজের বোঝা হয়ে যায়।
ফলে সমাজের উন্নয়নে নারী প্রত্যাশিত অবদান রাখতে পারে না।

আমি যা করতে পারি

- নারী নির্যাতন বন্ধে কাজ করে এমন সংগঠনের সাথে যুক্ত হতে পারি।
- আমার আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করতে পারি।
- আমি একজন চেঞ্জমেকার হতে পারি ও শপথ নিতে পারি যে, আমি নিজের জীবনে নির্যাতন সহ্য করবো না এবং অন্যকে নির্যাতন করবো না।
- আমার আশেপাশে সবাইকে চেঞ্জমেকার হতে উদ্বুদ্ধ করতে পারি।
- আমার মতো চেঞ্জমেকারদের নিয়ে দল তৈরি করতে পারি যারা নারী নির্যাতন বন্ধে কাজ করবে।

কেন আমি চেঞ্জমেকার হবো

"একজন চেঞ্জমেকার হিসেবে আমি নারী এবং পুরুষ উভয়কে সমান মর্যাদা এবং অধিকার দিবো"

নিজের সাথে কথা

- অপর পৃষ্ঠার ছবির ঘটনাগুলো কি আমাদের পরিচিত?
- আমাদের বা আমাদের পরিচিত কারো জীবনে কি ছবির একটি ঘটনাও ঘটেছে?
- যদি ঘটনাগুলো আমার বা আমার পরিচিতজনের জীবনে ঘটে থাকে তা কি সমর্থনযোগ্য?
- আমরা কি এই ঘটনাগুলোর অবসান চাই!
- তা হলে আমরা কি করতে পারি!